একটি ইমপ্রেস টেলিফিল্ম প্রকাশনা
আনন্দ আলো

December 16, 2013

জীশান কিংশুক হক। সদা হাসি-খুশি এই মানুষটি সহজেই অন্যকে আপন করে নিতে পারেন। আইবিএ থেকে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে প্রথম কর্মজীবন শুরু করেন বিজ্ঞাপনী সংস্থা ইউনিট্রেন্ড-এ। সেখানে ২ বছর কাজ করে ২০০১ সালে তিনি যোগ দেন হোলসিম-এ। সুইস ব্র্যান্ডের এ সিমেন্ট কোম্পানিতে পদোন্নতি পেয়ে এশিয়ান অঞ্চলের আঞ্চলিক ব্র্যান্ড ম্যানেজার হিসেবে ভিয়েতনামেও কাজ করেছেন। ইন্ডিয়ান স্কুল অব বিজনেস-এ প্রফেশনাল সিএমও মাস্টার ক্লাস সম্পন্ন করা এই মেধাবী মানুষটি হোলসিমের চাকরি ছেড়ে দেশে এসে যোগ দেন এমজিএস গ্রুপের হেড অব মার্কেটিং অ্যান্ড ইনোভেশন হিসেবে। তারই প্রত্যক্ষ কর্মকাণ্ডে ঐ গ্রুপ রেডিও ফূর্তি, নানদোস ও বারিস্তা ব্র্যান্ডকে বাংলাদেশে প্রসারিত করে। জীশান এক পর্যায়ে যোগ দেন মোবাইল কোম্পানি ওয়ারিদ টেলিকমে। মার্কেটিং বিভাগের প্রধান হিসেবে তার সময়ে ওয়ারিদ টেলিফোন সবচেয়ে দ্রুততম সময়ে ১০ লাখ গ্রাহকের মাইলফলক অর্জন করে। সবশেষে ২০০৯ সালে তিনি যোগ দেন ব্র্যাক ব্যাংকে। পৃথিবীর বহু দেশের পাশাপাশি এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের ৫৭টি জেলা ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি। মূলত: তারই নেতৃত্বে ব্র্যাক ব্যাংক এসএমইকে উদ্বুদ্ধ করেছে ফটোগ্রাফী প্রতিযোগিতা। এইসব বিষয় নিয়ে এক দুপুরে তিনি কথা বলেন *আনন্দ আলোর* সঙ্গে। তারই চুম্বক অংশ পাঠকের জন্য...

ক র্পো রে ট তা র কা

ছবির মাধ্যমে আস্থার জায়গাগুলো দেখাতে চাই

জীশান কিংশুক হক

হেড অব কমিউনিকেশন ও সার্ভিস কোয়ালিটি, ব্র্যাক ব্যাংক

রেজাউল হক রেজা

আনন্দ আলো: আপনাদের নানা ধরনের প্রতিযোগিতার মধ্যে এখন ফটোগ্রাফী প্রতিযোগিতা করছেন। এই সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন?

জীশান কিংশুক হক: প্রথমেই বলতে চাই এই ধরনের প্রতিযোগিতা কেন শুরু হয়েছে। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, ব্র্যাক ব্যাংক এসএমই ব্যাংক হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। এসএমই নিয়ে কাজ করতে গিয়ে দেশের সব শ্রেণির মানুষের সাথে আমাদের সরাসরি যোগাযোগ হয়। কাছ থেকে দেখতে গিয়ে মনে হয়েছে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষগুলোই আসল বাংলাদেশ। আমরা যারা রাজধানীতে বাস করি তারা নানা কারণে দেশ-সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি সব বিষয় নিয়েই চিন্তিত। কিন্তু গ্রামের ওই মানুষগুলোর মধ্যে এগুলো খুঁজে পাইনি। এরা কোনো কিছু কিংবা কোনো কাজের ধার ধারেন না। আমি মূলত এইসব মানুষের মধ্যে আসল বাংলাদেশ খুঁজে পেয়েছি। এসএমই নিয়ে আমরা যখন শিক্ষা বিষয়ে কাজ করতে যাই তখন মনে হলো এই ছাত্র সমাজই তো দেশের ভবিষ্যৎ। দুঃখজনক হলেও সত্যি এই ছাত্ররা দেশের উপর ভরসা রাখতে পারে না। দেশের সম্ভাবনাময় জায়গাগুলো দেখতে পায় না। জীবন ধারণ কিংবা জীবন মানের কারণেই হোক এই প্রজন্ম যদি সম্ভাবনার বাংলাদেশ দেখতে না পায় তাহলে দেশ তো সামনের দিকে এগুবে না। এই চিন্তা থেকেই আমরা এসএমই সম্পর্কে প্রজন্মকে ধারণা দেয়ার উদ্যোগ নেই।

আনন্দ আলো: এবারের প্রতিযোগিতার প্রতিযোগী কারা?

জীশান কিংশুক হক: মূলত দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা ক্যাম্পেনিং করেছি। আমরা আসলে এই প্রতিযোগিতায় পেশাদার ফটোগ্রাফার চাইনি। শখের ফটোগ্রাফার কিংবা আগামীতে যারা ফটোগ্রাফী করতে চান তেমন মানুষগুলোই এই

প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে। ওদের দৃষ্টি কিন্তু দেশজুড়ে। আমরা বেশ সাড়া পেয়েছি।

আনন্দ আলো: বর্তমানে এর কর্মকাণ্ড কোন পর্যায়ে আছে?

জীশান কিংশুক হক: বলা যায় আমরা এখন শেষ ধাপে আছি। প্রতিযোগিতার প্রথম ধাপে রেজিস্ট্রেশন। সেখান থেকে বাছাই করে একটা শর্ট লিস্ট করা হয়েছে। নির্বাচিতদের একটা গ্রুমিং সেশনে বেশ কিছু কাজ করানো হয়েছে। তাদের কাজের বিচার করেছেন অভিজ্ঞজন। সেখান থেকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত করা হয়েছে ১২ জনকে। এদের প্রত্যেককে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে একাধিকবার পাঠানো হয়েছে ছবি তোলার জন্য। ওদের তোলা ছবি এখন জুরি বোর্ডের কাছে। ওদের কাজ দেখে চূড়ান্ত নির্বাচনও করবেন জুরি বোর্ড।

আনন্দ আলো: ফটোগ্রাফী প্রতিযোগিতায় ছবি তোলার ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোনো বিষয় ছিল কি?

জীশান কিংশুক হক: আমরা মানুষকে ছবির মাধ্যমে মূলত আস্থার জায়গাগুলো দেখাতে চেয়েছি। আবার অন্যভাবে বলা যায় অপ্রতিরোধ্য বাংলাদেশকে দেখাতে চেয়েছি। আমাদের ব্যাংকের মাধ্যমে এসএমই লোন নিয়ে যারা ঘুরে দাঁড়াতে চেষ্টা করছেন সেইসব মানুষদের কাজ, তাদের উপজীব্য পণ্যকে ছবির মাধ্যমে দেখাতে চাই।

আনন্দ আলো: নির্বাচিত ফটোগ্রাফারের জন্য পুরস্কার হিসেবে কি থাকছে?

জীশান কিংশুক হক: এখন যে ১২ জন আছেন তাদের মধ্য থেকে একজনকে বিজয়ী ঘোষণা করা হবে। নির্বাচিত সেরা পাবেন নগদ দেড় লাখ টাকা। এছাড়া দেশের একটা শীর্ষস্থানীয় গ্যালারীতে নির্বাচিত ১২ প্রতিযোগীর তোলা বাছাই করা ছবি নিয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করব। এই রকম বিশেষ উদ্যোগ এদের জন্য একটা বড় পাওয়া। দ্বিতীয়ত এদের তোলা ছবি নিয়ে আমরা একটা সুদৃশ্য কফিটেবিল (ছবির অ্যালবাম) বই বানাব। এটাও ব্র্যাক ব্যাংকের অর্থায়নে হবে। তার মানে আজ থেকে ১৫/২০ বছর পর এই মানুষগুলো যখন ছবি অ্যালবাম করতে পারতেন তারা এখনি সেই সুযোগ পেলেন।

আনন্দ আলো: নানা ধরনের উদ্যোগ থাকা সত্ত্বেও আপনাদের ব্যাংক ফটোগ্রাফী প্রতিযোগিতার উদ্যোগ নিল কেন?

জীশান কিংশুক হক: প্রথমত আমাদের দেশের ব্যাংকগুলোর বয়স তুলনা করলে আমাদের ব্র্যাক ব্যাংক অনেক তরুণ ব্যাংক। মাত্র ১২ বছর বয়স। আপনি যদি লক্ষ্য করেন দেখবেন এই ব্যাংকের ব্যবস্থাপনায় আছেন যারা তারাও তুলনামূলক তরুণ বয়সী। আমরা মনে করি দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য তরুণরাই অগ্রগামী। তাই আমরা তরুণদের নিয়ে এই রকম একটা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছি।

আনন্দ আলো: দেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাণিজ্যিক ব্যাংক এসএমই লোন দিচ্ছে। ব্র্যাক ব্যাংক অন্য ব্যাংকগুলো থেকে কি কারণে আলাদা?

জীশান কিংশুক হক: প্রথমে বলতে চাই, আমাদের ব্যাংক অর্থাৎ ব্র্যাক ব্যাংক এসএমই ব্যাংক হিসেবে দেশের সবচেয়ে বড় ব্যাংক। অন্যদের সাথে আমাদের তফাৎ হলো অন্য ব্যাংকগুলোর এসএমই তাদের সাধারণ ব্যাংকিং কার্যক্রমের একটা অংশ। আর পোর্টফোলিও হিসেবে ব্র্যাক ব্যাংক গঠনতন্ত্র অনুযায়ী অর্ধেকের বেশি এসএমই হতে হবে। আমাদের মাধ্যমেই দেশে এসএমই কার্যক্রম শুরু হয়। বেশিরভাগ ব্যাংকগুলো দেখা যায় মিডিয়াম লোনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। পক্ষান্তরে আমাদের ব্যাংকের গড় অফার হলো কম-বেশি ৬/৭ লাখ টাকা। মাঝারি ব্যবসায়ীরা কিন্তু ছোট-খাটো কর্পোরেট। তারা ৫০ লাখ টাকার নিচে লোন নেন না। দোকানদার কিংবা খামারীদের কিন্তু প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়নি। আমরা মনে করি দোকানদার কিংবা খামারীরাই দেশের

চালিকাশক্তি। সুতরাং এদেরকে ফাইন্যান্স করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। আমরা প্রায় সাড়ে ৪ লাখ নিম্নবিত্ত মানুষকে এসএমই শাখায় এই লোন দিয়েছি।

আনন্দ আলো: আপনাদের লোন নিয়ে কোন ধরনের ব্যবসায়ীরা বেশি উপকৃত হয়েছেন?

জীশান কিংশুক হক: নীতিগতভাবে পরিবেশ এবং মানুষের ক্ষতি করে এমন কোনো ব্যবসায় আমরা লোন সুবিধা দেই না। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরামর্শ অনুযায়ী দুই বছরের ব্যবসায়ি অভিজ্ঞতা থাকলে তাকেই আমরা ঋণ সুবিধা দেই। এই ধরনের এসএমই লোন এই মুহূর্তে মার্কেটে আমাদের ৫ হাজার কোটি টাকা লোন দেয়া আছে। এই লোন যারা ভোগ করছেন তাদের মধ্যে ৯২ শতাংশ লোন দেয়া হয়েছে কোনোরকম জামানত ছাড়াই। অন্যান্য ব্যাংকের থেকে এটাও আমাদের পার্থক্য। আমাদের অগ্রাধিকার খাত হলো মহিলা এবং কৃষি।

আনন্দ আলো: একসময় বাচ্চারা বড় হয়ে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন দেখত। এখন কিন্তু কর্পোরেট তারকাও হতে চান। এই ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি?

জীশান কিংশুক হক: আমি সবসময়ই বলি– তুমি কিসে ভালো এবং কি করতে চাও সেটাই করো। একটা সময় ফটোগ্রাফী করে সংসার চালানো যাবে এইটা ভাবাই যেত না। অন্য কাজের পাশাপাশি শখ হিসেবে ফটোগ্রাফী কাজ করা হতো। এখন কিন্তু অনেকেই এই পেশায় আসছেন এবং অর্থনৈতিকভাবে ভালো আছেন। আপনি শুনলে অবাক হবেন, আমাদের ব্যাংকে ৩ বছর ধরে কাজ করে, ভালো বেতন পায়। সেই ছেলেটি ফটোগ্রাফীর জন্য চাকরি ছেড়ে দিল। আসলে মানুষ স্বপ্নের সমান বড়। তাই তরুণদেরকে আমি বলব, প্রথমে নিজের স্বপ্নের জায়গাটা খুঁজে বের করো তাহলেই সাফল্য তোমাদের কাছে ধরা দেবে। আমি বিবিএ করে প্রথমে কিন্তু একটা বিজ্ঞাপনী সংস্থায় কাজ করেছি। আমি সব সময়ই চেয়েছি সৃজনশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে। তাতে নিশ্চয়ই আমি ভুল করিনি। আজকে যখন প্রায় দেড় দশক কাজ করার পর পেছনে ফিরে তাকাই তখন মনে হয় সৃজনশীল ক্ষেত্রে কাজ করাটা আমার সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল। এমন ভাবার দরকার নেই যে অস্তিত্বের প্রয়োজনে আমাকে আপস করে কাজ করতে হবে।

দ্বিতীয়ত যেটাই করুন না কেন সেটা হৃদয় দিয়ে করার চেষ্টা করতে হবে। তৃতীয়ত আমি মনে করি এই দেশের চেয়ে সম্ভাবনার দেশ খুব কমই আছে। সুতরাং ভাবার কোনো কারণ নেই যে, এই দেশে থেকে কিছু হবে না। চেষ্টা করলে জীবনে পরিবর্তন আসবেই।

আনন্দ আলো: জীবনে কোনো অপূর্ণতা আছে কি?

জীশান কিংশুক হক: এইটা বলা মুশকিল। তবে হ্যাঁ, এক সময় আমি আর্কিটেক্ট হতে চেয়েছিলাম। হলে নিশ্চয়ই সেখানেও ভালো করতাম। তবে পেশার কারণে এখন আমাকে আর্কিটেক্টদের সাথেও কাজ করতে হয়। ■

ছবি: রাকিবুল হক